পুরী-স্মৃতি

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক
কালীপ্রসন্ন নাথ
রিপণ লাইব্রেরী, ঢাকা

প্রথম সংস্করণ

১৩৩০

মূল্য আট আনা মাত্র

পুরী-স্মৃতি

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(28 Pictures)

প্রকাশক
কালীপ্রসন্ন নাথ
রিপণ লাইব্রেরী, ঢাকা

প্রথম সংস্করণ

১৩৩০

মূল্য আট আনা মাত্র

প্রিণ্টার—শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র দাস
এসোসিয়েটেড্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
অব্ দি এসোসিয়েটেড্ প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিসিং কোং লিমিটেড,
৪০নং কলতাবাজার, ঢাকা।

ভূমিকা

(পুরীতীর্থ শাস্ত্রে পুরুষোত্তমক্ষেত্র নামে পরিচিত। ইহা ভারতের একটি প্রধান তীর্থ এবং ইহার মাহাত্ম্য হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন।) প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ নরনারী চন্দন-যাত্রা, স্নান-যাত্রা ও রথ-যাত্রা প্রভৃতি পর্ব্বোপলক্ষে এই পবিত্র ক্ষেত্রে ধর্ম্মার্জ্জনের জন্য আগমন করেন এবং ইহার স্বর্গীয় ভাবপূর্ণ বিচিত্রকারুকার্য্যখচিত মন্দির, পবিত্র মঠ ও সাধু মহাত্মাদের আশ্রম সকল দেখিয়া মুগ্ধ হন। বাস্তবিকই পুরী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ও বিচিত্র মন্দিরে অতুলনীয়। ইহা একবার দেখিলে পুনঃ পুনঃ দেখিবার ইচ্ছা জন্মে, এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু, বান্ধব সকলকে দেখাইবার আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়। কিন্তু অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই এই পুণ্য-ক্ষেত্রের একাধিক বার দর্শন হইয়া থাকে। (আর মানুষে যাহা সুন্দর, মনোরম ও পবিত্র বলিয়া মনে করে তাহার কোন স্মৃতি পাইলে আদরের সহিত গ্রহণ করে। এই উভয় কারণে তীর্থ-যাত্রিগণের ও ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু নরনারী-গণের তৃপ্তির জন্য "পুরীর স্মৃতি" এই নামে পুরীর সমস্ত প্রসিদ্ধ মন্দির ও স্থানের চিত্র বাহির করিলাম।) সকলের সুবিধার জন্য মূল্য যত দূর সম্ভব সস্তা করিয়াছি, অথচ চিত্র খারাপ না হয় তাহারও চেষ্টা করিয়াছি। ধর্ম্মপ্রাণ ও সহৃদয় দেশবাসিগণের ইহা তৃপ্তিকর

হইলে নিজকে ধন্য মনে করিব। নানা কারণে প্রথম সংস্করণ অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করিয়া বাহির করিতে হইল। সেই জন্য গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে পারিলাম না। পরবর্ত্তী সংস্করণে রঙিন্ চিত্র সন্নিবেশিত করিয়া প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। আশা করি সহৃদয় ব্যক্তিগণের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইব না।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমার কয়েক জন বন্ধু ও বিশেষতঃ বাবু নির্ম্মলচন্দ্র বসু বি,এ মহাশয় এই চিত্র পুস্তক বাহির করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহারা সাহায্য না করিলে এবং প্রসিদ্ধ ইমার-মঠের উদার-হৃদয় মহন্ত মহারাজের উৎসাহ না পাইলে আমি এই দুষ্করকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইতাম না।

২৫শে মাঘ
শ্রীপঞ্চমী
১৩৩০

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা।

চিত্র পরিচয়

আঠার নালা—এই সেতু প্রায় ৯০০ শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার নির্ম্মাণ-কৌশল এতই সুন্দর যে, ইহা এখনও সুন্দরভাবে আছে। পূর্ব্বে যখন যাত্রীরা হাঁটিয়া জগন্নাথদেব দর্শন করিবার জন্য আসিতেন তখন পাণ্ডাগণ এই সেতু হইতে তাহাদিগকে জগন্নাথদেবের মন্দিরের চূড়া ও ধ্বজা দেখাইয়া পয়সা লইত। এইজন্য ইহা পুস্তকের প্রথমে দেওয়া হইল।

১। **রথে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব**—শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, এই রথে জগন্নাথদেবকে যিনি একবার দর্শন করিবেন তাঁহার পুনর্জন্ম হইবে না। "রথে তু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম নবিদ্যতে"। এই রথের নাম গরুড়ধ্বজ। ইহার ১৬ খানি চাকা আছে, এবং ইহা উচ্চে ২২ হাত।

২। **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের পশ্চিম দরজা।**

৩। **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের সম্মুখ দৃশ্য।**

৪। **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের দক্ষিণ দরজা**—ইহার পার্শ্বে মহাবীর হনুমান্ দেবের অতিকায় মূর্ত্তি আছে।

৫। **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহ-দ্বার**—এই দ্বারের উভয়পার্শ্বে জয় ও বিজয়ের প্রতিমূর্ত্তি ও

যেখানে শ্রীমন্দির অবস্থিত, পুরাণের মত অনুসারে সেখানে নীলাচল নামে পর্ব্বত ছিল এবং তাহার উপর নীলমাধব অবস্থান করিতেন। কালক্রমে এই ভূধর বালুকাগর্ভে প্রোথিত হইয়া যায় এবং নীলমাধবের তিরোভাব ঘটে। এই সংবাদ বিষ্ণুভক্ত মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন নারদের নিকট অবগত হন। পরে তিনি অনেক যাগ-যজ্ঞ ও সাধনা করিয়া স্বপ্নে দেখেন যে শ্বেত-দ্বীপে কল্পদ্রুমের তলদেশে মণিমুক্তাদি খচিত সুবর্ণ-মণ্ডপের মধ্যে রত্ন সিংহাসনে বনমালা-ভূষিত পীতাম্বরধারী ভগবান্ বিষ্ণু অবস্থিত, তাঁহার দক্ষিণে দেবী সুভদ্রা, তদ্দক্ষিণে নীলাম্বরধারী বলদেব এবং তাঁহার বামভাগে সুদর্শন-চক্র অবস্থিত। এই স্বপ্ন দর্শনের পর দিন মহারাজ শঙ্খচক্রাঙ্কিত একটি বৃক্ষ সমুদ্রতীরে দেখিতে পান। নারদের আদেশে মহারাজ মহাসমারোহে এই বৃক্ষ লইয়া আসেন এবং ভগবানের কৃপায় একজন শিল্পী আসিয়া মহারাজের স্বপ্ন-দৃষ্ট মূর্ত্তি সকল নির্ম্মাণ করিয়া চলিয়া যায়। যেখানে নীলাচল ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছিল ইন্দ্রদ্যুম্ন তাহার উপর সহস্র-হস্ত-পরিমিত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দারুব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মূর্ত্তি ও মন্দিরের পৌরাণিক ইতিহাস। পরে অনেক বড় বড় হিন্দুরাজারা এই মন্দিরের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। সুলেমান কররাণির রাজত্বকালে কালাপাহাড় উড়িষ্যা জয় করেন এবং পুরী ও ভুবনেশ্বরের অনেক দেব-মূর্ত্তি ও মন্দির ধ্বংস করিয়া জগন্নাথ-দেবের দারুমূর্ত্তিত্রয়কে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যান।

তৎপরে বিশার মহান্তি নামক একজন উড়িষ্যাবাসী ভক্ত দগ্ধ জগন্নাথদেবকে উত্তোলন করিয়া নাভিস্থলের দারুকে উদ্ধার করেন, এবং পরিশেষে এক হিন্দুরাজার সাহায্যে এক নূতন প্রতিমা নির্ম্মাণ ও ইহার নাভিস্থলে দারুখণ্ড সংস্থাপন পূর্ব্বক উক্ত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। আমরা জগন্নাথদেবের যে মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ধন্য হই, ইহা সেই মূর্ত্তি। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের নির্ম্মিত মূর্ত্তি আর নাই।

এখন জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া এই বিষয়টি শেষ করিব। যে উড়িষ্যার শিল্পী মন্দির-নির্ম্মাণে ও মন্দিরের গাত্রস্থ মূর্ত্তি নির্ম্মাণে যথেষ্ট শিল্পচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, সেইস্থানে জগন্নাথদেব প্রভৃতির মূর্ত্তি এরূপ বিকৃত হইল কেন এই প্রশ্ন অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। (করচরণবিহীন মূর্ত্তি নির্ম্মাণের কারণ শিল্পীরা সুন্দর মূর্ত্তি নির্ম্মাণে অক্ষম বলিয়া নহে। ইহার প্রকৃত কারণ হিন্দুরা পৌত্তলিক ছিলেন না। তাঁহারা নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা করিতেন। উত্তর-মীমাংসায় হস্তপদ-রহিত সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মের উপাসনা প্রকটিত হয়।) নিরাকার উপাসনাতে শ্রদ্ধা কমিয়া আসিলে সাধকগণের হিতার্থে ও কার যন্ত্রানুযায়ী জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। ওঁ নিরাকার ব্রহ্মের কর-চরণবিহীন পূর্ণ মূর্ত্তি। ওঁ ত্রিগুণাত্মক বলিয়া জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলদেব এই ত্রিমূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে।

(৬) রথযাত্রা—মধ্যে দ্বাদশ চক্র সমন্বিত সুভদ্রা দেবীর

রথ এবং বামে ষষ্ঠদশ চক্রবিশিষ্ট শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের গরুড়ধ্বজ রথ।

(৭) **স্নানযাত্রা**—জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা তিথিতে স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ে স্বয়ং জগন্নাথ দেব, বলভদ্র ও সুভদ্রা এই মূর্ত্তিত্রয়ের 'পাহুণ্ডি' বিজয় করাইয়া স্নান-বেদীতে স্থাপন করা হয়। এই বেদী রাজা অনঙ্গভীমদেবের সময় নির্ম্মিত হয়।

(৮) **চন্দনযাত্রা**—নরেন্দ্র-সরোবর—নরেন্দ্র সরোবরে অক্ষয়-তৃতীয়া হইতে জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লাষ্টমী তিথি পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের প্রতিনিধি মদনমোহন প্রত্যহ বিহার করেন। সেই সময় পুরী উৎসবে পূর্ণ থাকে। এই সরোবরের উত্তরপশ্চিম-কোণে অনাথ আশ্রম।

(৯) **গুণ্ডিচা বাড়ী**—ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের পট্টমহিষীর নাম "গুণ্ডিচা" ছিল। তাঁহার নাম অনুসারে এই বাড়ীর নাম গুণ্ডিচা হইয়াছে। এই অট্টালিকার নিকট মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। রথের সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব, বলরাম ও সুভদ্রা রথারোহণে এইস্থানে আসিয়া এক সপ্তাহ অবস্থান করেন। আজকাল গুণ্ডিচা-বাড়ী বলিলে রথবাড়ী বুঝায়।

(১০) **গুণ্ডিচা বাড়ীর সদর দরজা**—এই দ্বারের উপরিভাগে কৃষ্ণপ্রস্তরের উপর খোদাই করা নবগ্রহের মূর্ত্তি অতি চমৎকার।
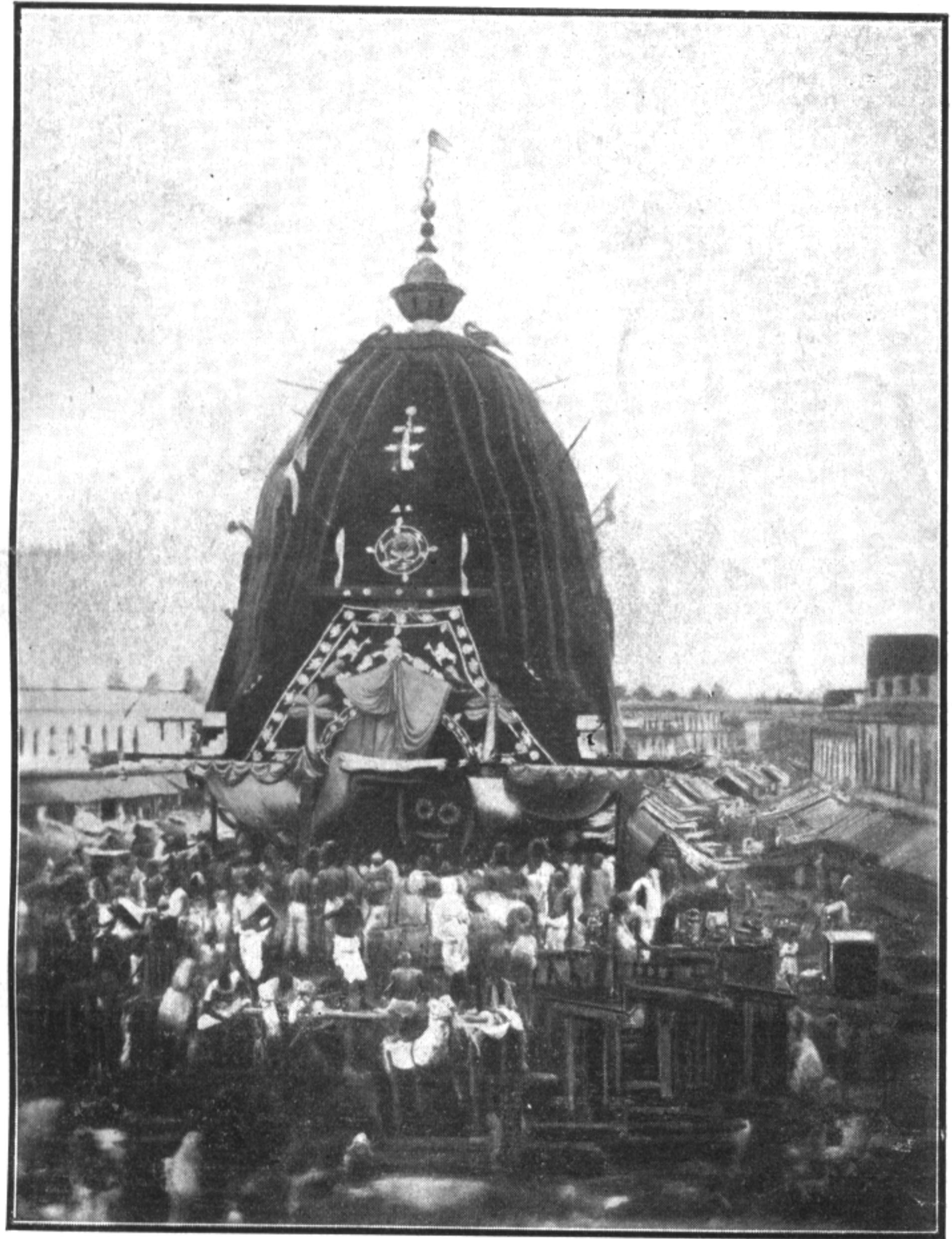
(১১) **গুণ্ডিচা বাড়ীর দক্ষিণ দরজা**—পুনর্যাত্রার সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব এই দরজা দিয়া বাহির হন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের পশ্চিম দরজা।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের সম্মুখ দৃশ্য।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের দক্ষিণ দরজা।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহ দ্বার।

রথ যাত্রা।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা।

নরেন্দ্র-সরোবর।

গুণ্ডিচা বাড়ী।
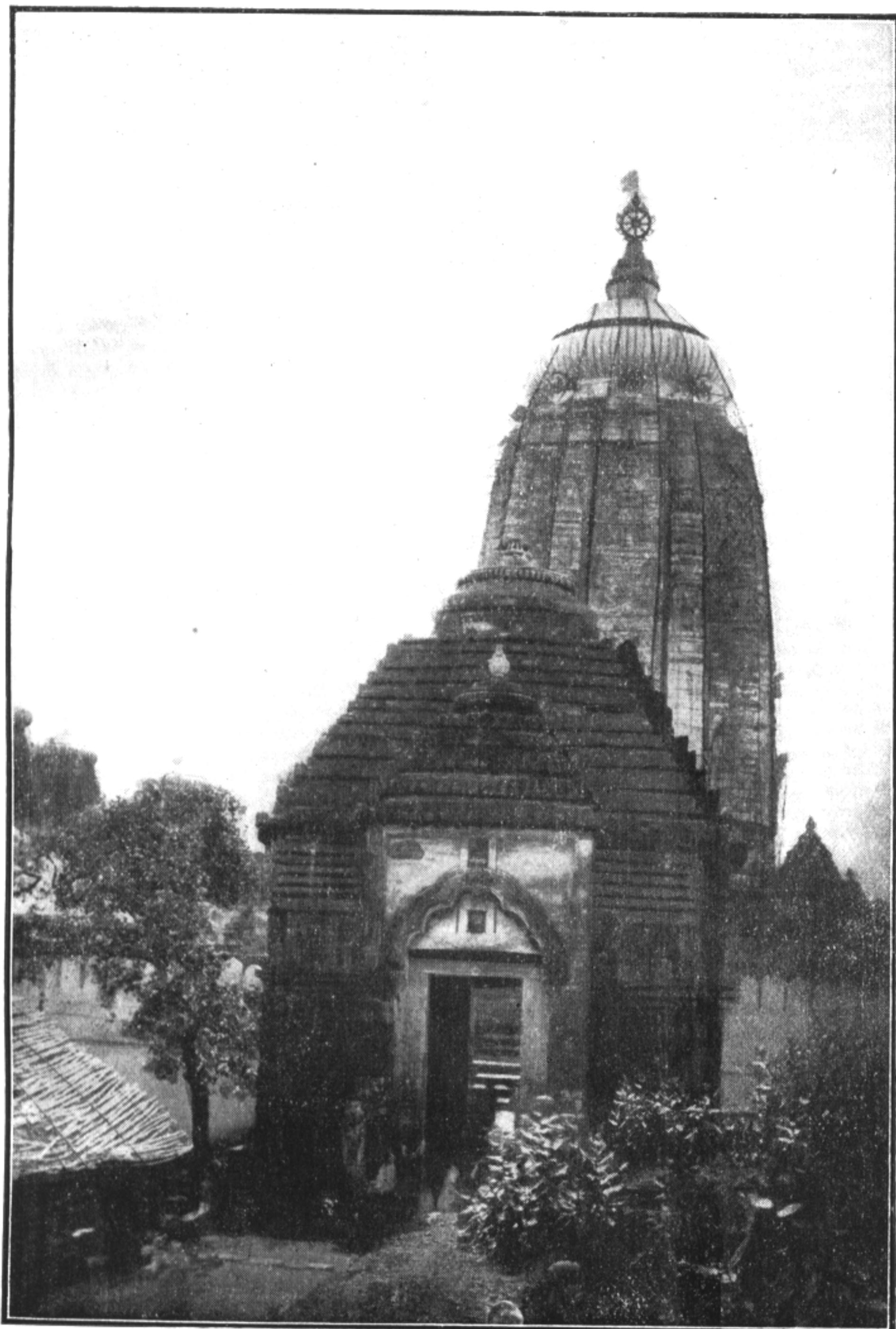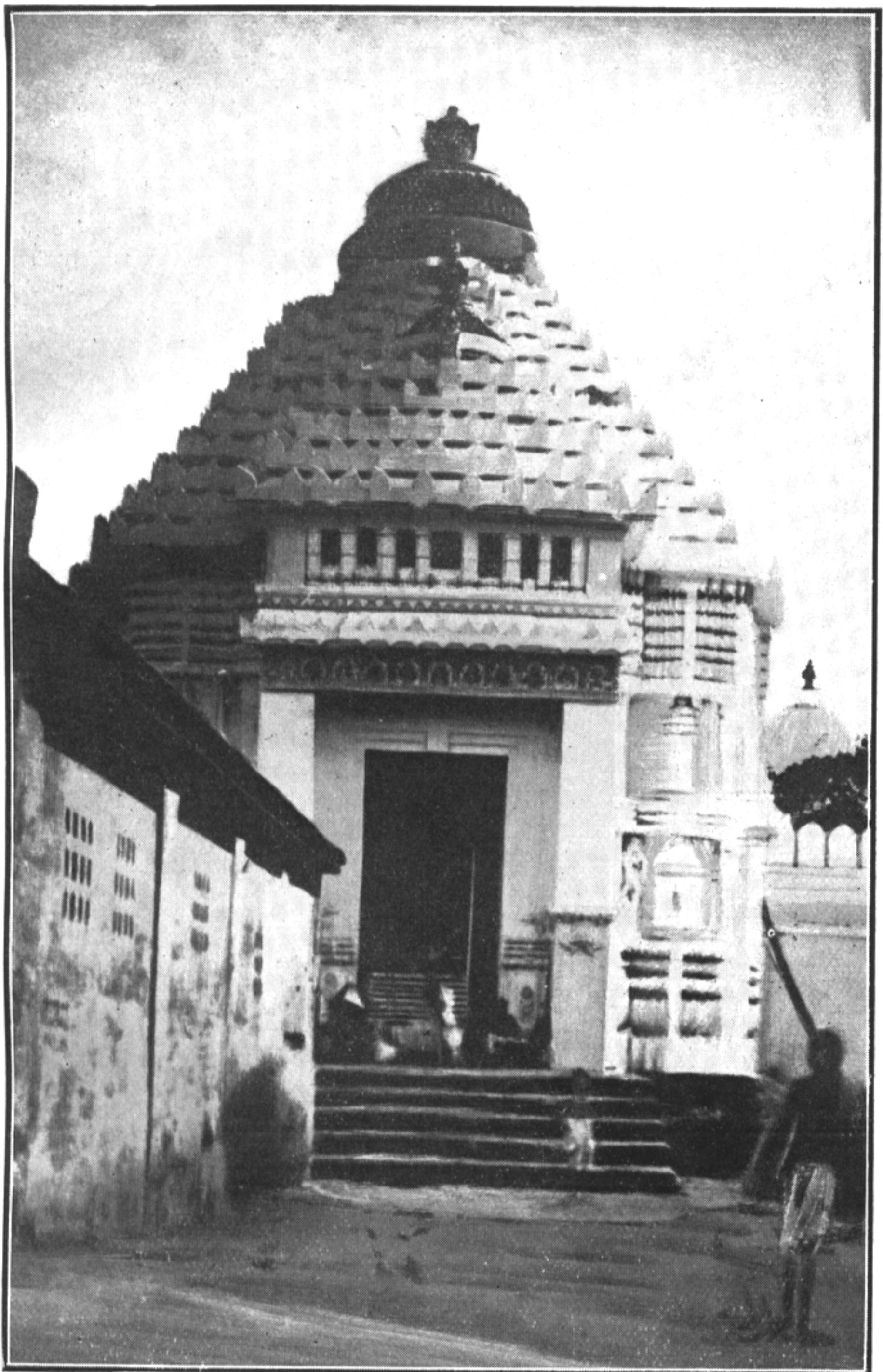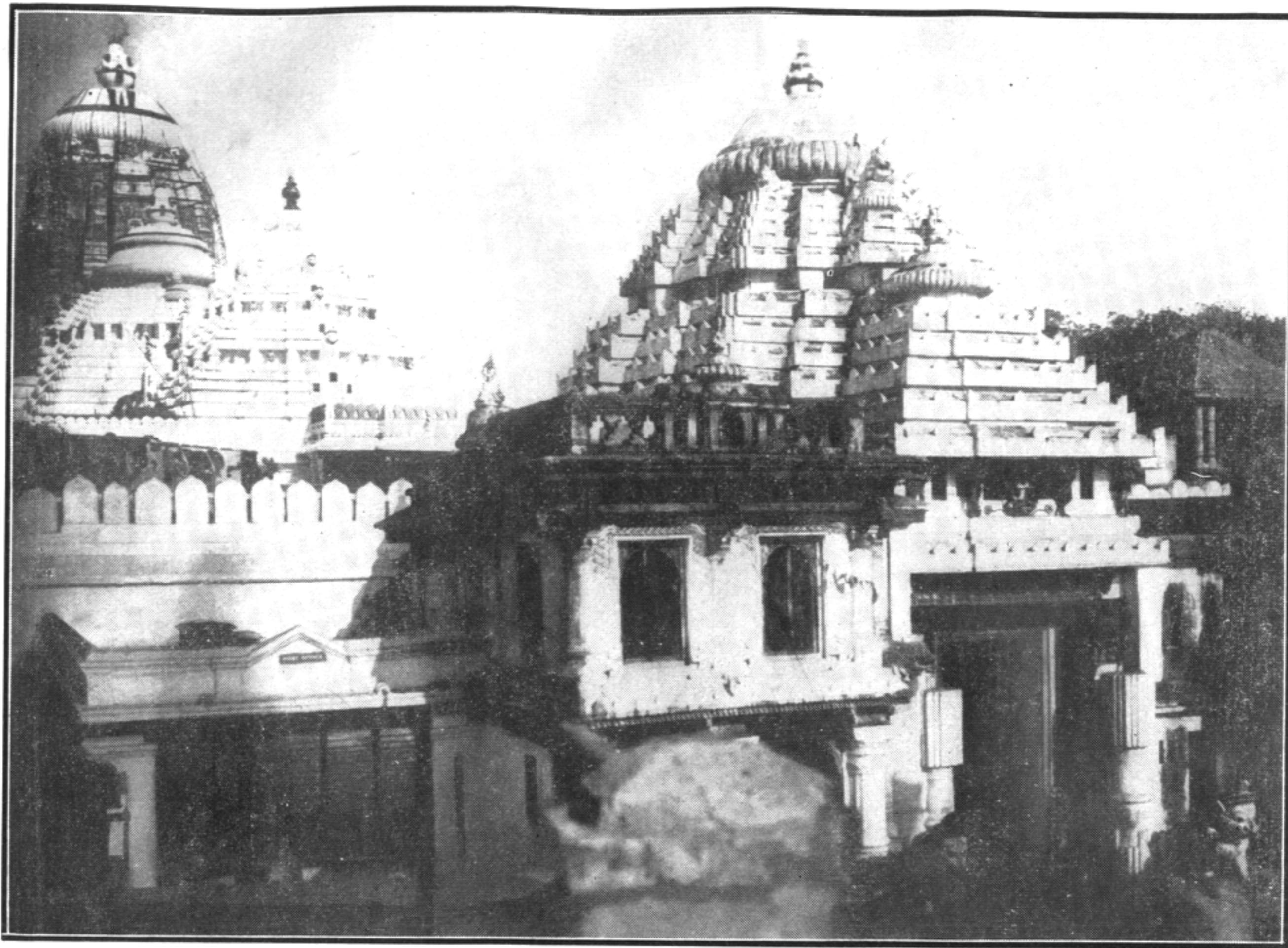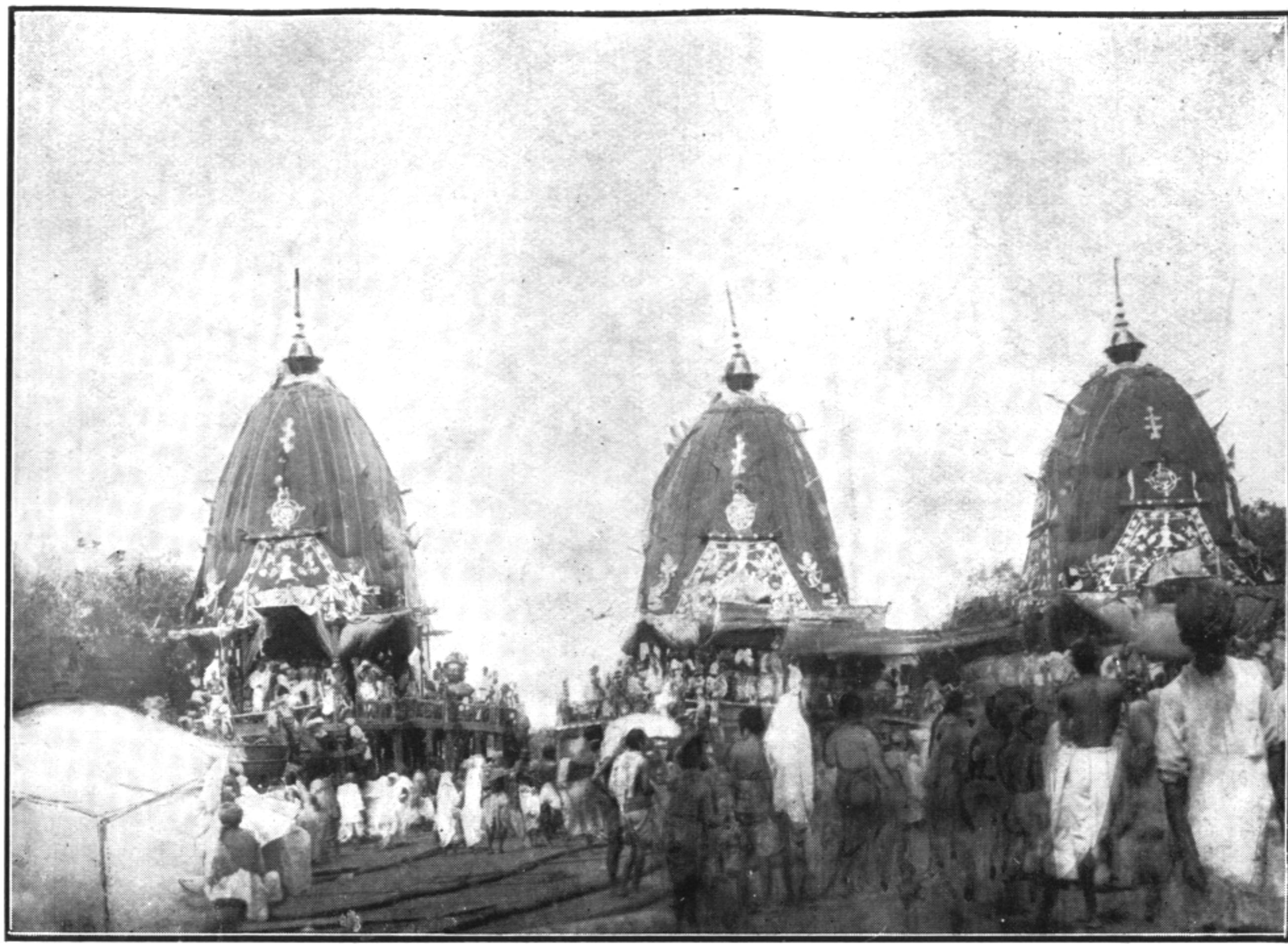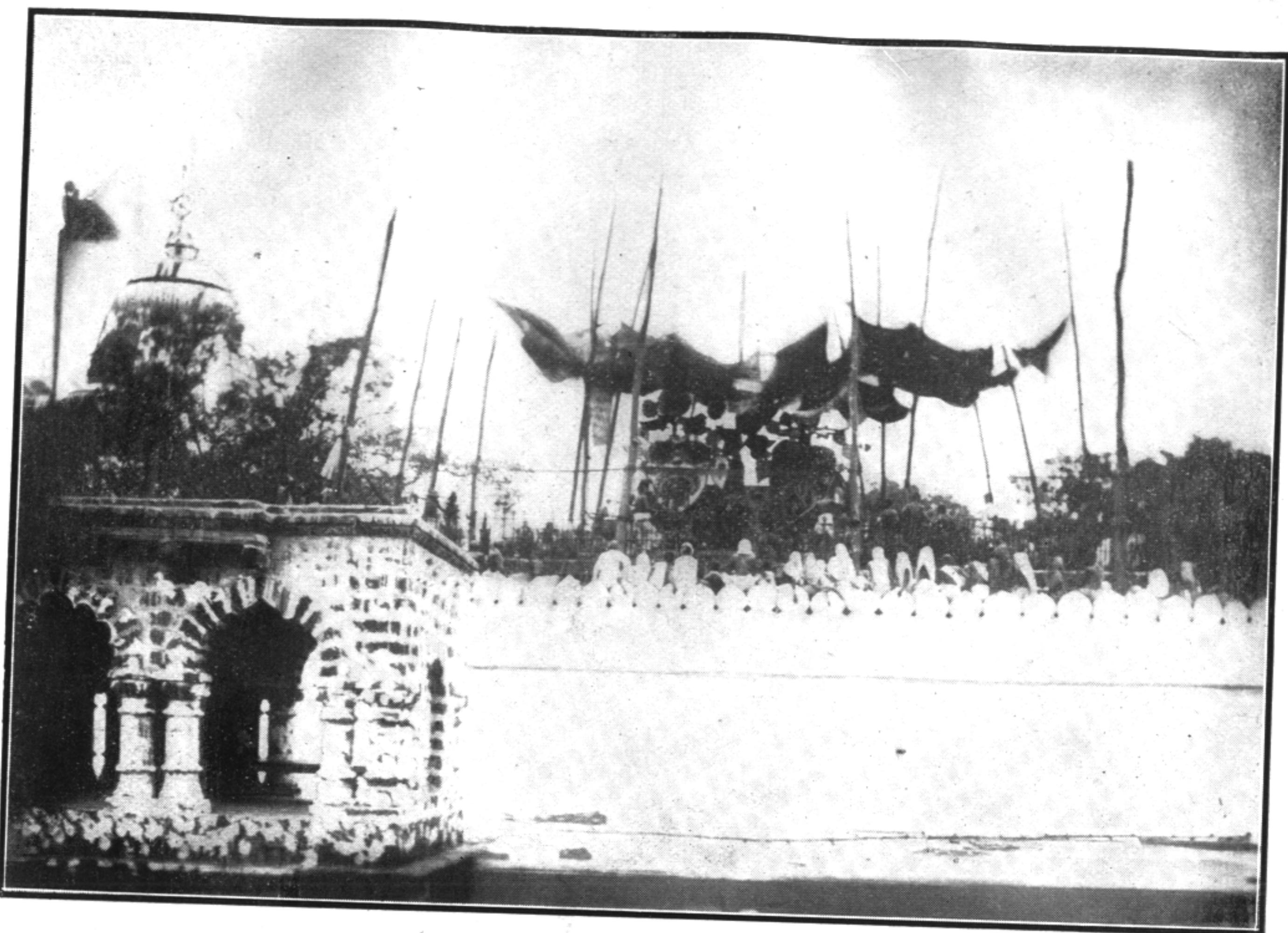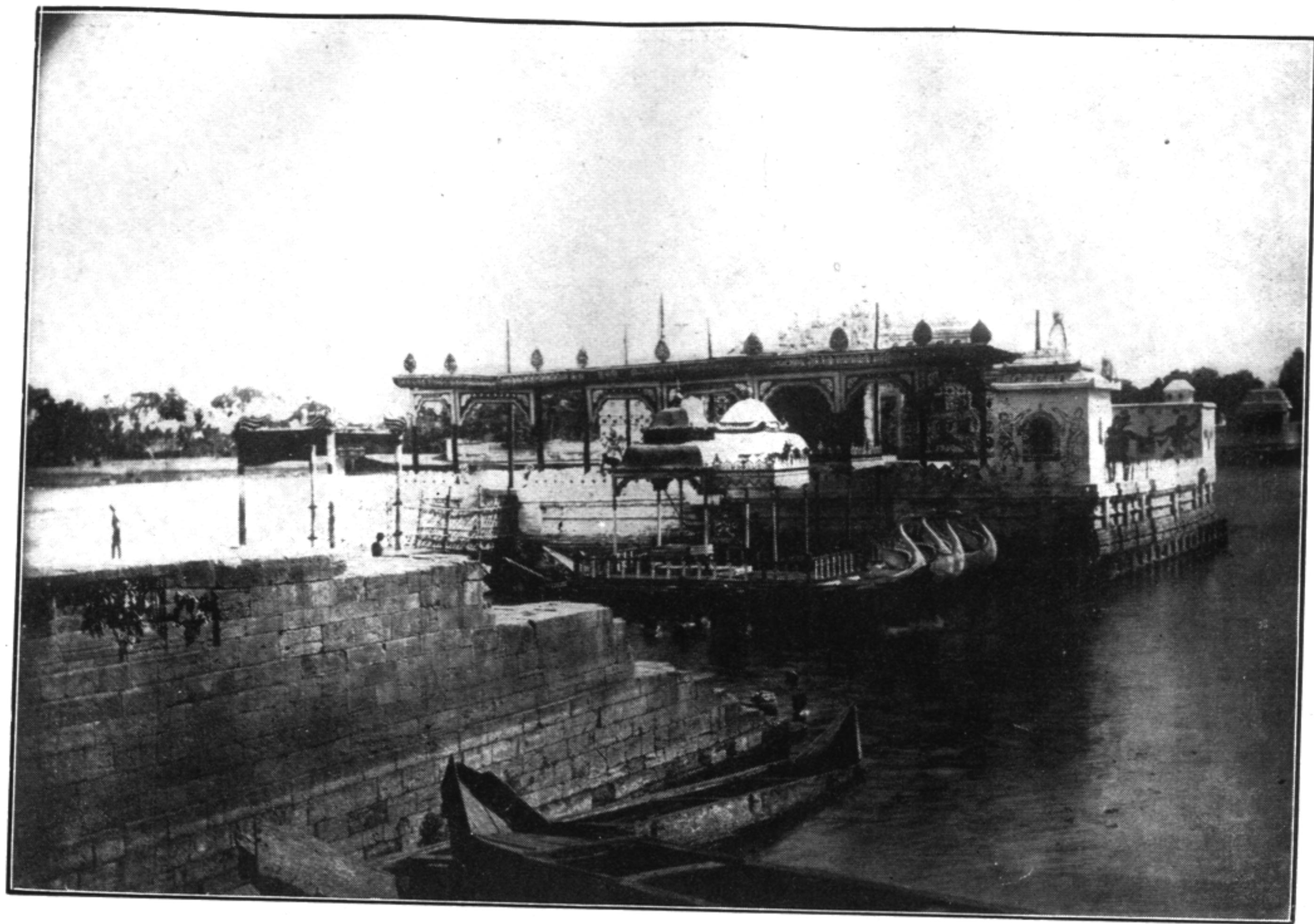
গুণ্ডিচা বাড়ীর সদর দরজা।

গুণ্ডিচা বাড়ীর দক্ষিণ দরজা।
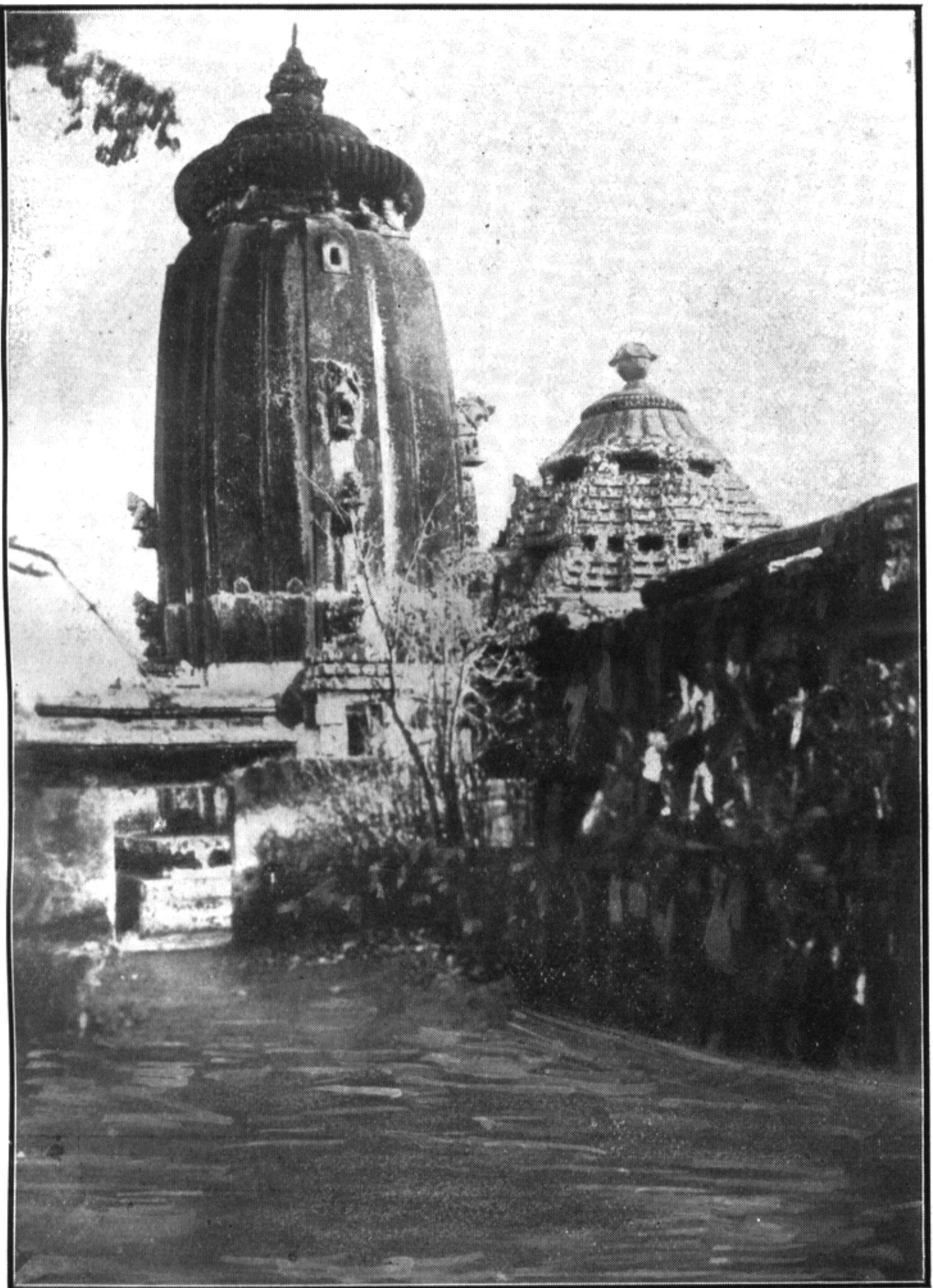
গুণ্ডিচা বাড়ীর নিকট ৺নৃসিংহদেবের মন্দির।
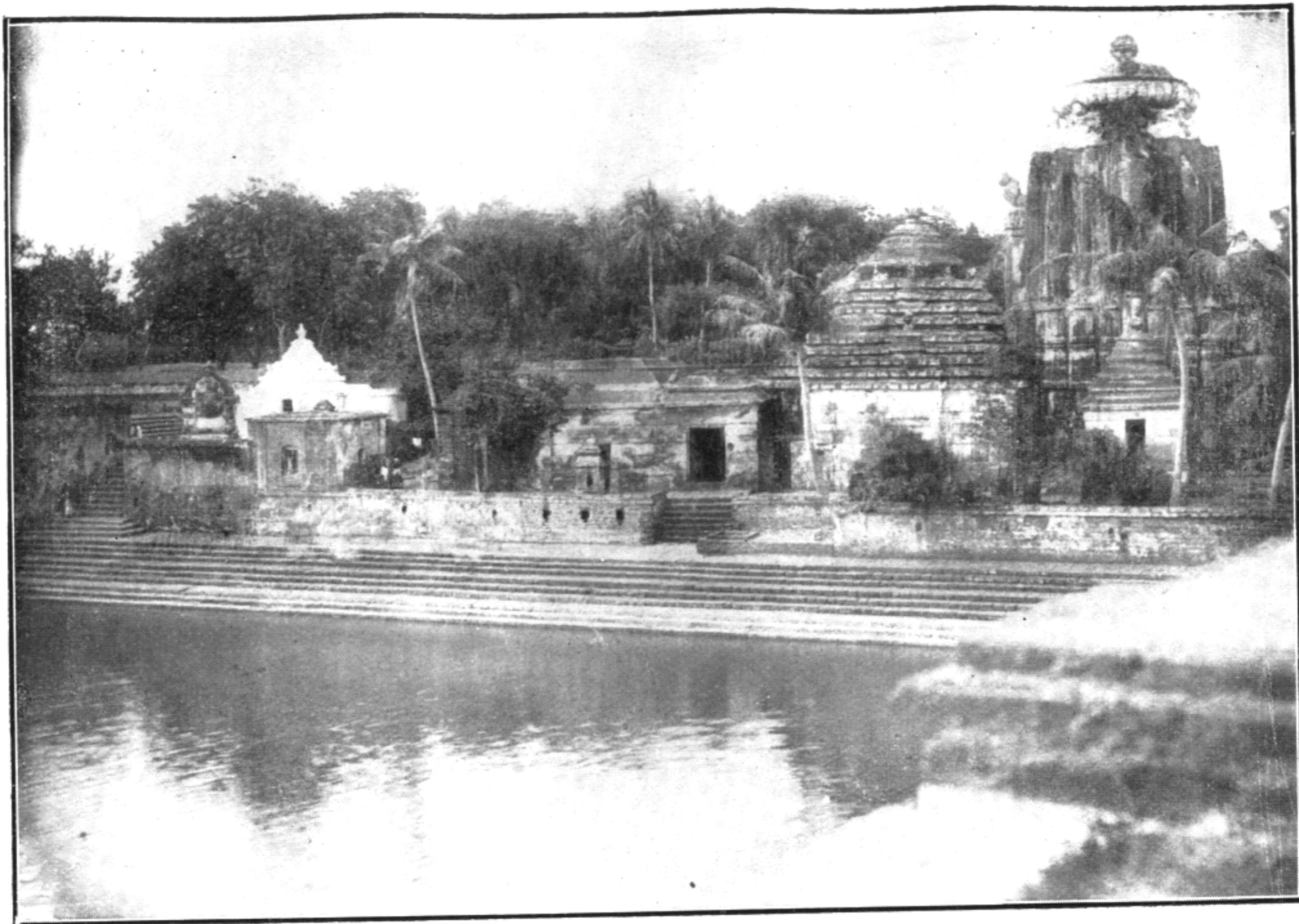
মার্কণ্ডের সরোবর।

লোকনাথ দেবের মন্দির।
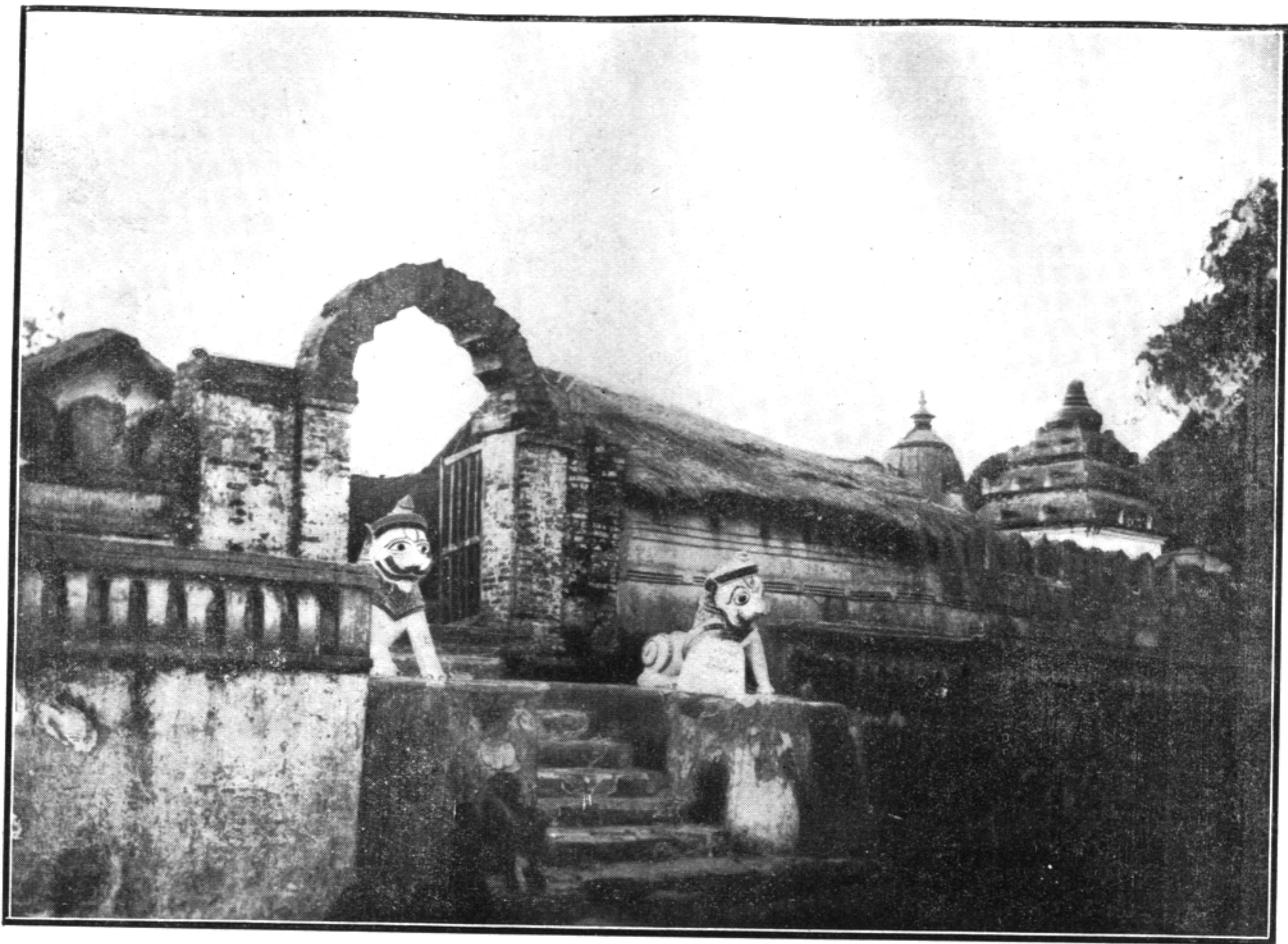
পঞ্চ পাণ্ডব আশ্রম।
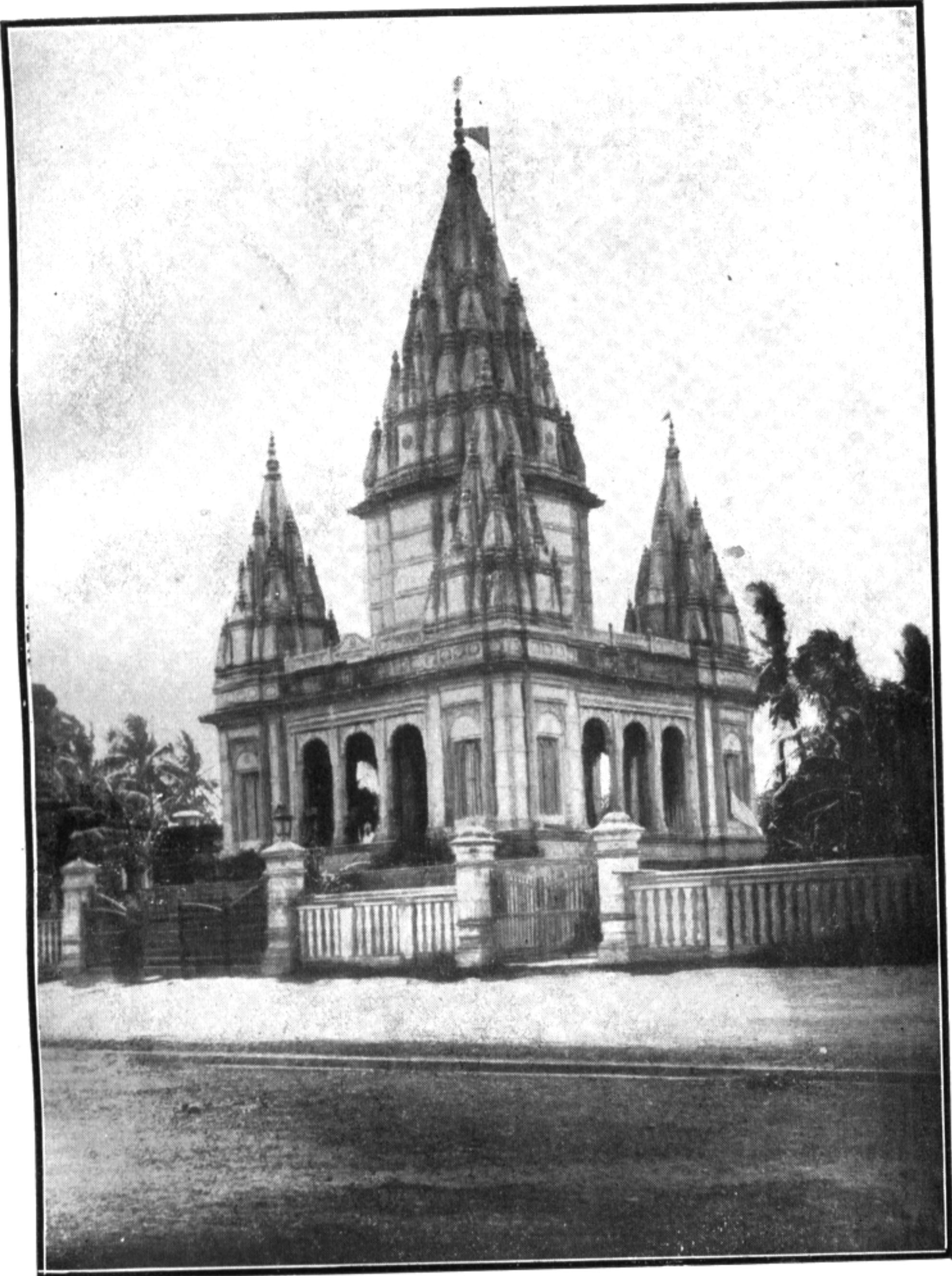
পুটিয়া রাণীর মন্দির।

সাধু হরিদাসের সমাধি।
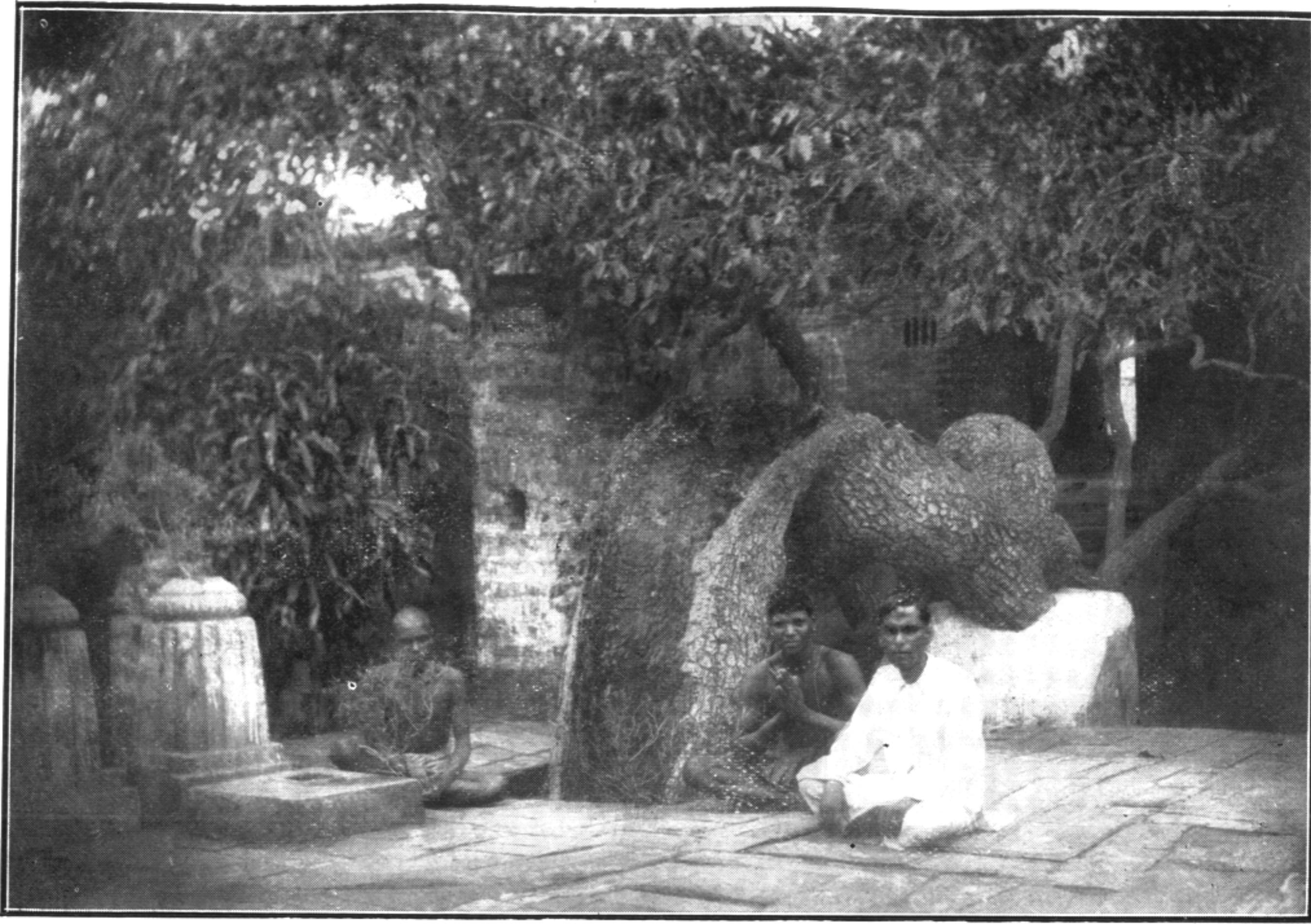
সিদ্ধ বকুল।

বাট লোকনাথের মন্দির।

শ্বেতগঙ্গা।

চক্রতীর্থ।

শশ্মান—সমুদ্রতীরে স্বর্গদ্বার পুরী।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর।
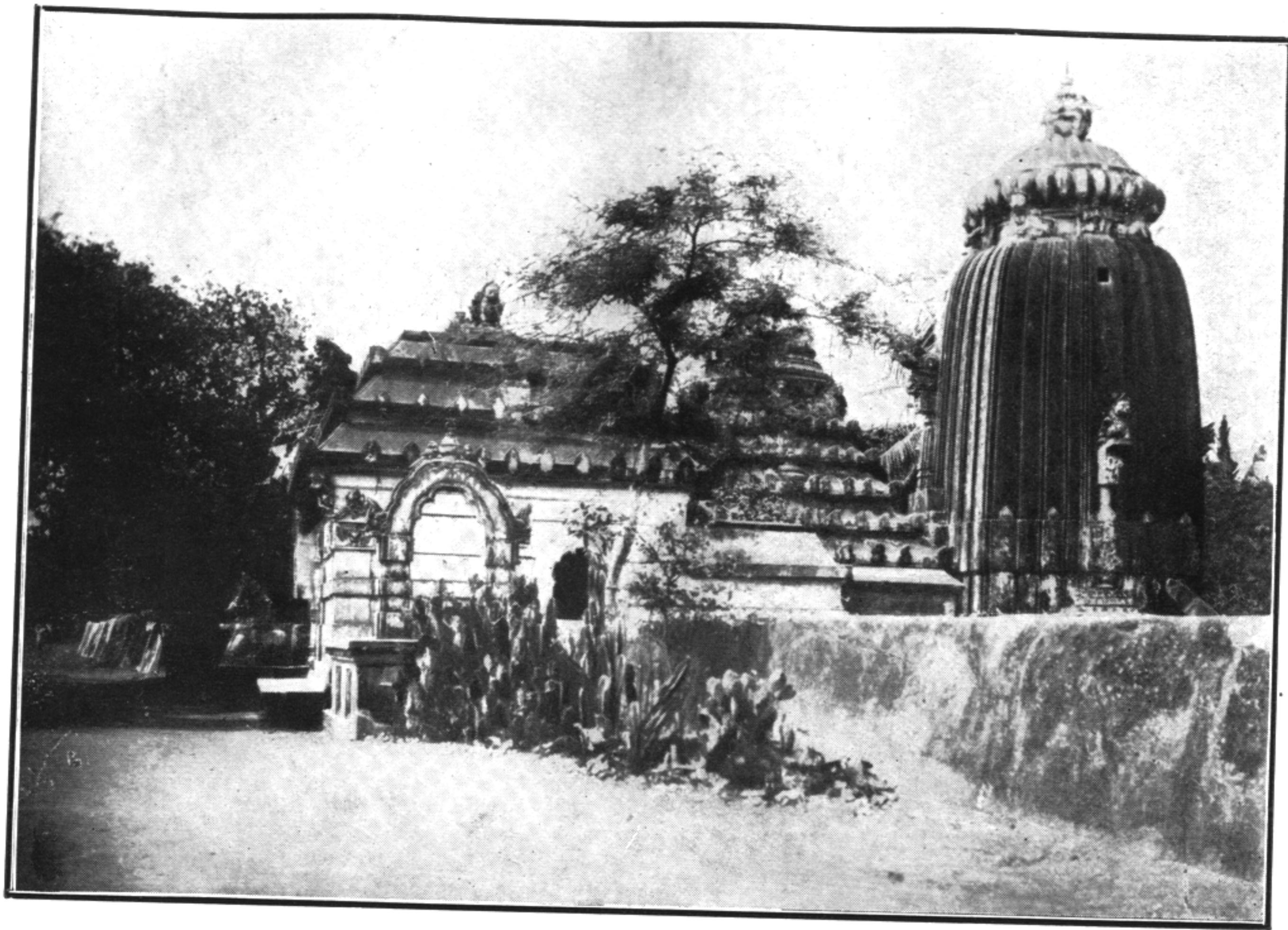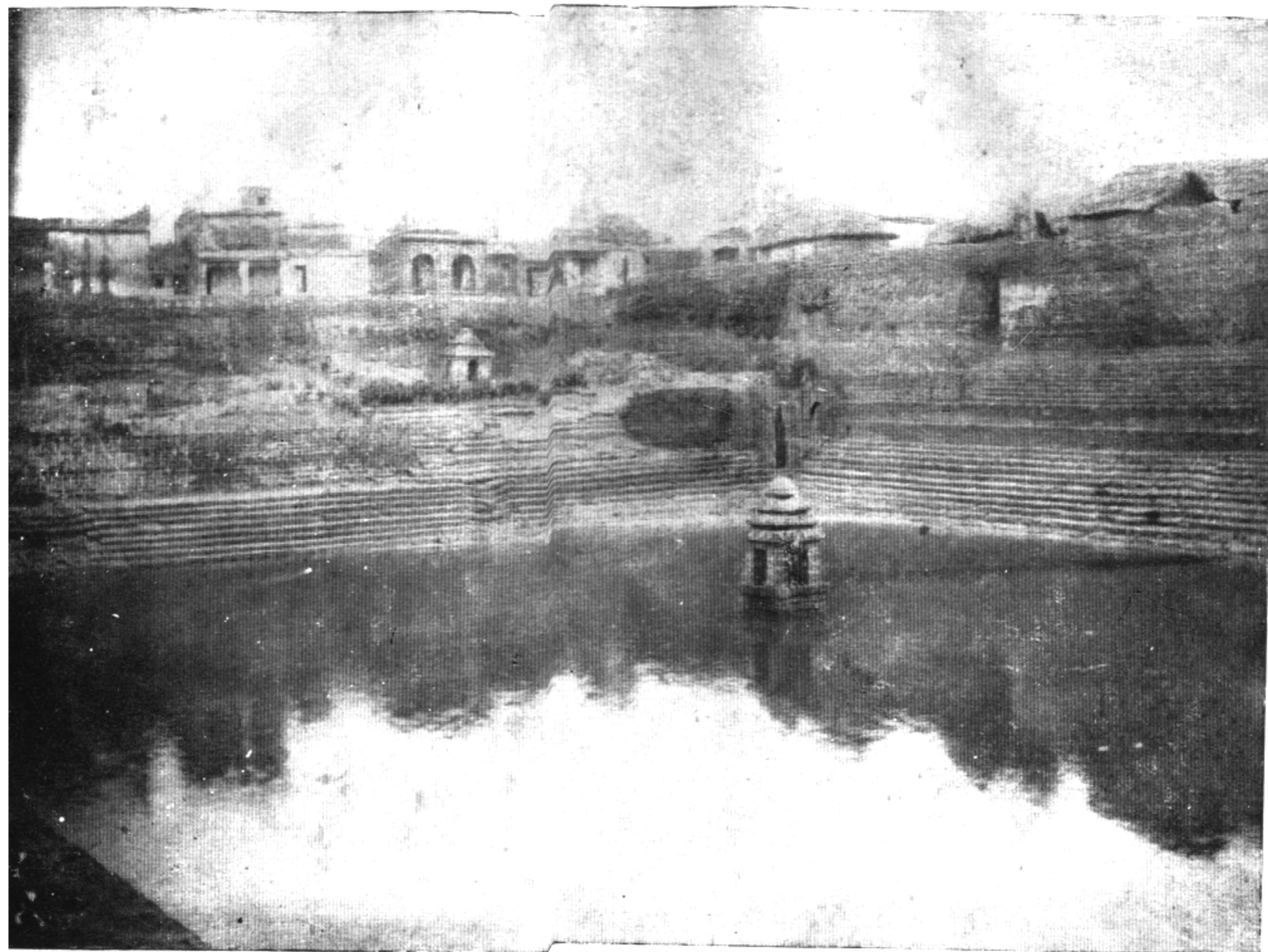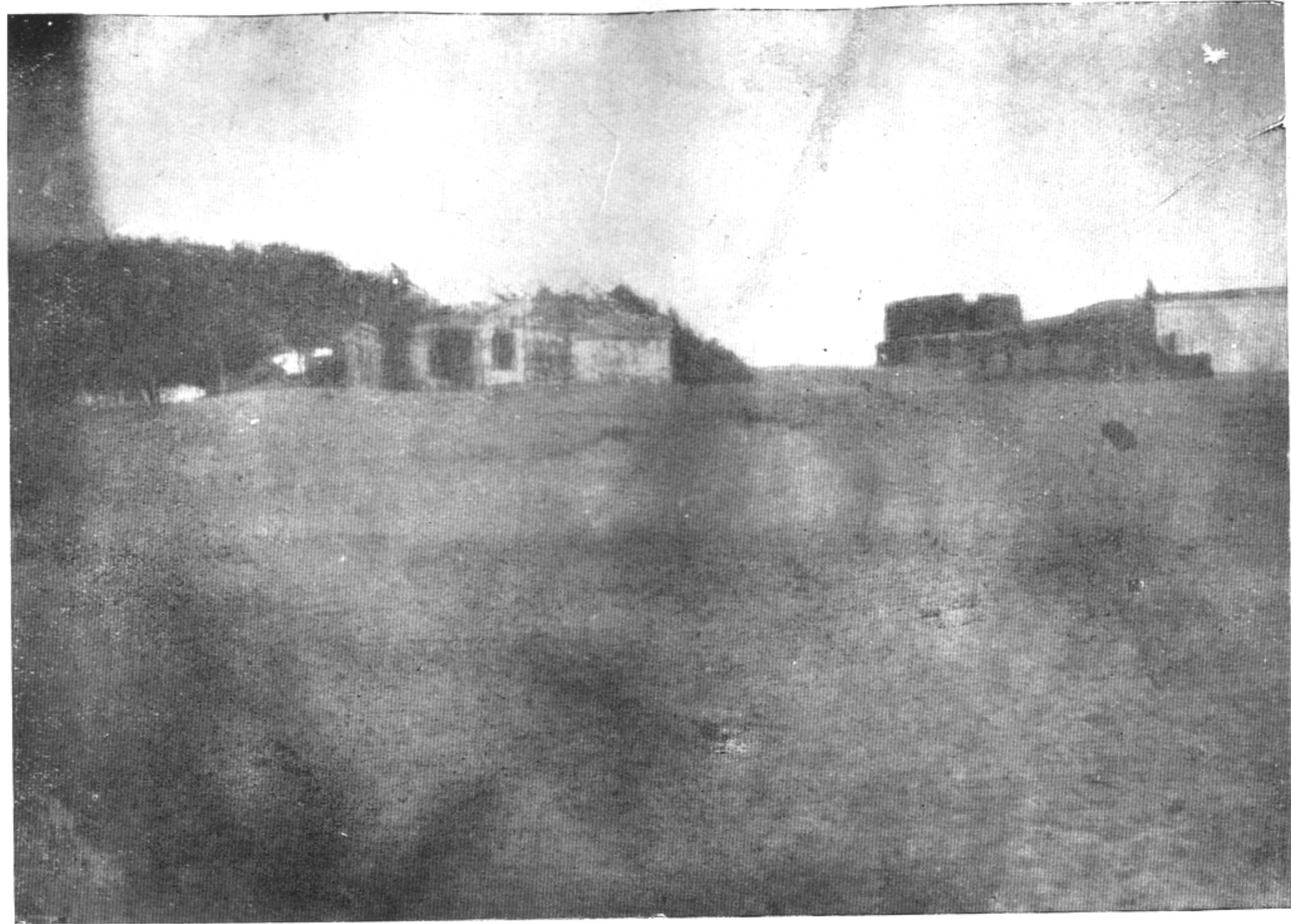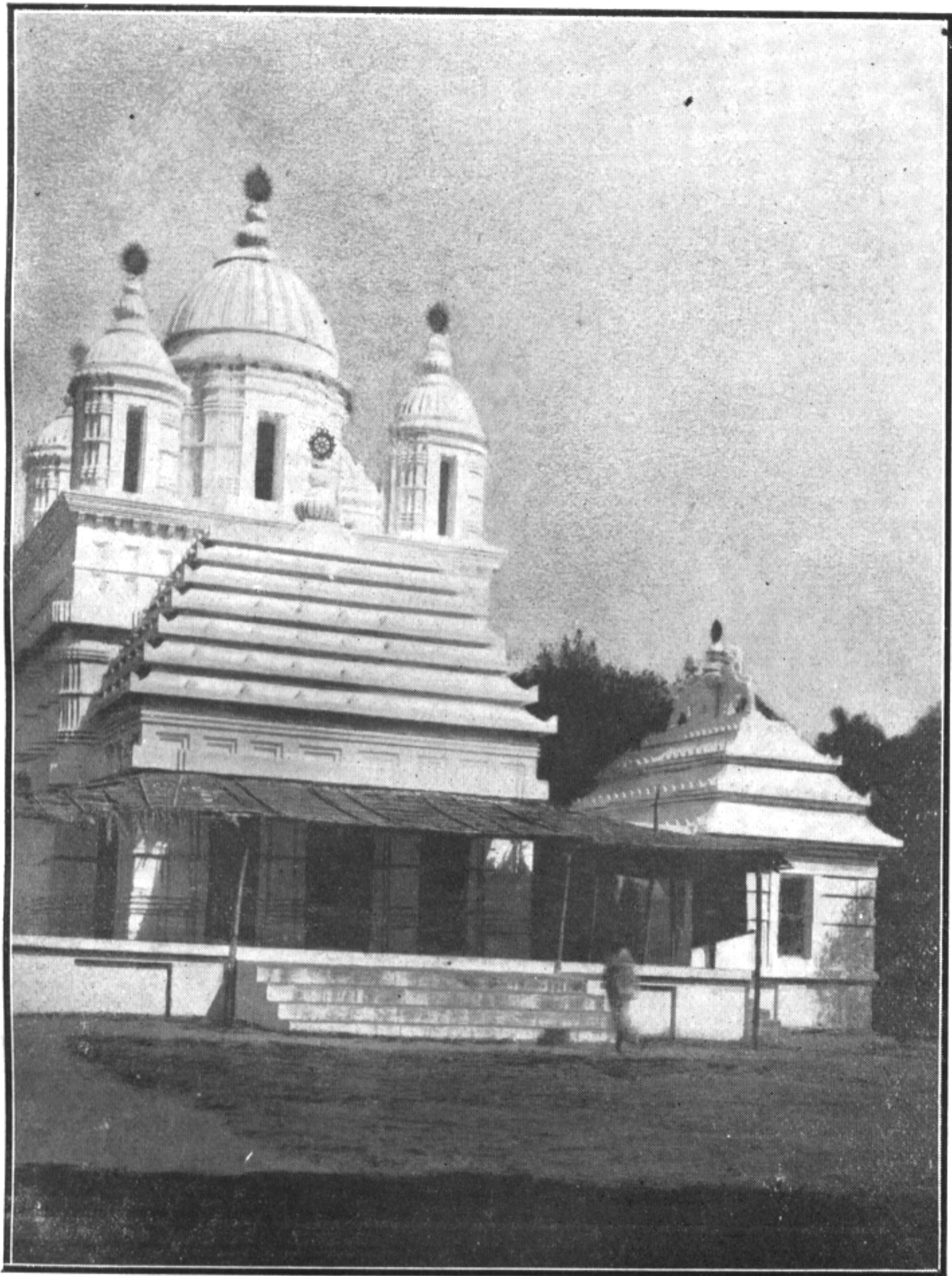
জটিয়া বাবার সমাধি।

শঙ্কর মঠ।

এমার মঠ—পুস্তকাগার।

রাধাকান্ত মঠ।

ভেঙ্কাটাচারী মঠ।